মিজানের গলা শুনে লাফিয়ে বিছানা ছাড়ল জিনিয়া। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখল সূর্য ডুবে গেছে বেশ আগেই। অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। পুর্নিমার চাঁদ উঠেছে আকাশে। "ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম," লজ্জিত কণ্ঠে বলল সে।

মিজান দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। চাঁপা গলায় বলল, "আয়। সময় হয়েছে। মোল্লা রেডী হচ্ছে।"

"জুলেখার ঘুম ভেঙেছে?"

মাথা নাড়ল মিজান। "এখনও না কিন্তু নড়া চড়া করছে। খুব শীঘ্রিই ভেঙে যাবে। শোন, যদি ভয় করে তাহলে তোর ওখানে থাকার কোন দরকার নেই।"

মাথা নাড়ল জিনিয়া। "আমি থাকতে চাই। ভয় করছে না। তুমি ঠিক আছো?"

মিজান ইতস্তত করল। "জানি না। সব ঠিক ঠাক মত হলেই হয়। আয়।"

দু'জনে দ্রুতপায়ে হেঁটে মিজানের কামরায় চলে এল। বিছানায় এখনও একইভাবে চিত হয়ে শুয়ে আছে জুলেখা। নড়বার কোন উপায় তার নেইও। খাটটা সরিয়ে একেবারে জানালার পাশে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। জানালার পর্দা সম্পুর্ণ সরিয়ে দেয়া। বিশাল কাঁচের জানালা দিয়ে রুপালী চাঁদের আলো ঝাঁপিয়ে পড়ছে ঘরের মধ্যে, জুলেখার উপর।

মোল্লা ব্যাস্ত হয়ে পড়ল। একটা ব্যাগ থেকে বিশাল বিশাল কয়েকটা মোমবাতি বের করল। বিছানার কাছাকাছি উঁচু জায়গা দেখে বসাল সেগুলোকে। একটা দেশলাই বের করে জ্বালাল। মিজানকে বলল, "এবার আলোগুলো সব নিভিয়ে দিন। তাহলে জ্যোৎস্নার আলোটা খুব সুন্দর করে ফুটে উঠবে।"

জিনিয়া মৃদু কণ্ঠে বলল, "তাতে কি লাভ?"

"চাঁদনী ভীষন রোমান্টিক," মোল্লা গম্ভীর গলায় বলল। "প্রতি পুর্নিমায় সে তার প্রেমিক জমিনের সাথে দেখা করত। সে জন্যই জমিন তাকে ডাকত চাঁদনী বলে। তার আসল নাম কি কেউ জানে না। আমি ধারনা করছি এই আলোয় তার পুরানো দিনের অনেক স্মৃতি মনে পড়ে যাবে। তার মন দুর্বল থাকবে। সেই সুযোগটা আমি নিতে চাই। চাঁদনী ভীষণ ধুর্ত এবং শক্তিশালী। ওকে হারাতে হলে ওর প্রতিটা দূর্বলতার সুযোগ আমাকে নিতে হবে।"

উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় মোমবাতির আলো ম্রিয়মান দেখাচ্ছে, ঘরের মধ্যে একটা ভীতিকর আলো আধারীর সৃষ্টি হয়েছে। এবার মোল্লা সবাইকে অজু করে আসতে বলল। জ্বীন তাড়ানোর প্রধান উপকরন হচ্ছে আল্লাহ-রসুলের নাম এবং কোরানের পবিত্র বাণী। সেই কারনে উপস্থিত সকলের পাক পবিত্র থাকাটা খুবই জরুরী। সবাই দ্রুত অজু করে এলো। হাতে সময় খুব বেশী থাকার কথা নয়। জুলেখা যে কোন মুহুর্তে ঘুম ভেঙে উঠে পড়তে পারে। জুলেখার বিছানার ঠিক সামনে দাঁড়াল মোল্লা, তার নির্দেশ মোতাবেক পেছনে প্রায় দশ ফুট দূরে দাঁড়িয়েছে রহমত, মিজান এবং জিনিয়া। কিছু একটা দোয়া পড়ে বার বার ফুঁ দিচ্ছে মোল্লা। নিজের শরীরে, জুলেখাকে লক্ষ্য করে এবং ঘরের বিভিন্ন দিকে। তার মুখ অসম্ভব গম্ভীর, চলন বলনে ভয়ানক স্থিরতা এবং মননিবেশের চিহ্ন, যেন কোথাও কোন ভুল হলে ভয়াবহ কিছু ঘটে যাবে। তার শরীরের আতরের কড়া গন্ধে চারদিকে ভুর ভুর করছে। প্রখর জ্যোৎস্নার আলো এবং মোমবাতির আলো-আধারীতে তাকে রহস্যময়, অজাগতীয় কিছু মনে হচ্ছে।

জুলেখা নড়া চড়া শুরু করেছে। ঘুমের ওষুধের জের কেটে যাচ্ছে। নড়া চড়া করতে গিয়ে

অসফল হয়ে চোখ খুলে তাকাল সে। কয়েকটা মুহূর্ত শূণ্যের দিকে তাকিয়ে থাকল, যেন কোথায় আছে, কিভাবে আছে বোঝার চেষ্টা করল। তার পর হঠাৎ করেই যেন নজর পড়ল মোল্লার উপর। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল সে। "কে? কে আপনি? আমি কোথায়? শুনছেন? আপনি কোথায় গেলেন?"

শেষের উক্তিটুকু যে মিজানকে লক্ষ্য করে করা সেটা বুঝতে কারো অসুবিধা হল না। মিজান দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল, রহমত তার হাত চেপে ধরে কানে কানে ফিসফিসিয়ে বলল, "যাস না। যা করার মোল্লাকে করতে দে।"

মোল্লা শান্ত কণ্ঠে জুলেখাকে লক্ষ্য করে বলল, "আপনি কে? আপনার নাম কি?"

জুলেখা হতবিহবল দৃষ্টিতে চারদিকে তাকিয়ে শরীর দুমড়ে মুচড়ে উঠে বসার চেষ্টা করল। কিন্তু যখন বুঝল তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে, সে বিস্মিত হয়ে থমকে গেল। "কি করছেন আমাকে নিয়ে?" অসম্ভব আতঙ্কে চীৎকার করে উঠল সে। "কেন বেঁধে রেখেছেন আমাকে? কে আপনি? আমার স্বামী কোথায়?" হাও মাও করে কাঁদতে শুরু করল জুলেখা।

জিনিয়া কি করবে বুঝতে পারছে না। জুলেখার অসহায়, ভীত চকিত কান্না শুনে তার মনে হচ্ছে সে ছুটে গিয়ে এই বুজরুকি থামিয়ে দেয়। তার হাবে ভাবে নিশ্চয় কিছু একটা প্রকাশ পেল কারণ রহমত তার কাঁধে আলতো করে একটা হাত রাখল, যেন বলার চেষ্টা করল, চিন্তার কিছু নেই।

মোল্লা বেশ কয়েকবার চার কলেমা পড়ল, জোরে জোরে। তার সুরেলা কণ্ঠের আওয়াজে ঘরটা ভরে উঠল। তারপর জুলেখার মুখের কাছে গিয়ে পরিষ্কার কণ্ঠে জানতে চাইল, "আপনার নাম বলুন। কে আপনি?"

জুলেখা বিস্ফোরিত চোখ মেলে লোকটাকে দেখছে। তার শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত, হাপরের মত ওঠা নামা করছে বুক। ভীষণ ভয়ে তার মাথা কাজ করছে না। মোল্লা হঠাৎ জোরে ধমকে উঠল। "আপনার নাম বলুন!"

জুলেখা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, "জুলেখা! আমার নাম জুলেখা!"

মোল্লা এবার কণ্ঠস্বর নীচু করে বলল, "চাঁদনী কোথায়? আমি চাঁদনীকে চাই।"

জুলেখা সশব্দে কাঁদছে। "আমি জুলেখা। আমি চাঁদনী না। চাঁদনী কোথায় আমি জানি না।"

মোল্লা শান্ত কণ্ঠে বলল, "জুলেখা, আপনি চাঁদনীকে চেনেন?"

জুলেখা কাঁদতে কাঁদতে বলল, "চিনি। ও আমার বন্ধু। অনেক দিনের বন্ধু।"

"ও কোথায় লুকিয়ে আছে? ওর সাথে আমার কথা আছে।"

"আমি তো জানি না। ও আমাকে কিছু বলে না।" জুলেখার কণ্ঠে কাকুতি।

মোল্লা পেছন ফিরে মিজানের দিকে তাকাল। বিড়বিড়িয়ে বলল, "চাঁদনীকে আনতে হলে আমাকে একটু শক্ত হতে হবে। আপনি ওনার স্বামী। আপনার অনুমতি আমার প্রয়োজন।"

মিজান নিঃশব্দে মাথা দোলাল। সে সম্মত। মোল্লা এবার সুরা ফাতিহা পড়ল। তার সুরেলা কণ্ঠের মুর্ছনা শেষ হতেই প্রচন্ড জোরে ধমকে উঠল, "চোপ বেটি। আমার সাথে ফাজলামী করিস? বের কর চাঁদনীকে। এক্ষুনী!"

জুলেখা বোধহয় এবার অন্য তিনজনের উপস্থিতি টের পেল। সে কাঁতর গলায় বলল, "আমাকে বাঁচান। কি হচ্ছে এসব? শুনছেন? আমাকে বাঁচান। দয়া করুন।"

মোল্লা জুলেখার গালে একটা জোর চড় বসাল। চটাস করে এতো জোরে শব্দ হল যে জিনিয়া

কেঁপে উঠল। সে অবাক দৃষ্টিতে রহমতের দিকে তাকাল। রহমত তাকে হাত দেখাল – চিন্তার কিছু নেই। জিনিয়ার ব্যাপারটা বিশ্বাস হচ্ছে না। এই লোকটা জুলেখার গালে থাপ্পড় মারছে আর সেটা কোন সমস্যা নয়!

জুলেখা জোরে জোরে কাঁদছে। "আমাকে মারবেন না। আমাকে বাঁচান।"

মিজানের শরীর কাঁপছে। রহমত সেটা বুঝতে পেরে বন্ধুকে এক হাতে জড়িয়ে ধরল। এই সময়ে মোল্লাকে ব্যাঘাত করলে সব ভেস্তে যেতে পারে।

মোল্লা নির্বিকার মুখে জুলেখাকে আরেকটা জোরে থাপ্পড় দিয়ে চীৎকার করে উঠল, "চাঁদনী কোথায়? চাঁদনী?"

আরোও জোরে ডুকরে কেঁদে উঠল জুলেখা। গোঙ্গানীর মত শব্দ করছে সে। জিনিয়া মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল পরিস্থিতি বেশী খারাপের দিকে এগুলে সে কারো কথা শুনবে না। মোল্লাকে থামিয়ে দেবে।

মোল্লা আবার হাত তুলেছিল আরেকটা থাপ্পড় দেবার জন্য, কিন্তু সেই সময় একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। জুলেখার শরীর হঠাৎ টান টান হয়ে গেল, তার কান্না বন্ধ হয়ে গেল, স্বাভাবিক সুললিত কণ্ঠস্বর হঠাৎ কর্কশ, পুরুষালি হয়ে উঠল। উগ্র কণ্ঠে খেঁকিয়ে উঠল সে, "হারামজাদা মোল্লা! তোর এতো বড় সাহস? তুই আমাদের গায়ে হাত দিস? দড়ি খোল। তোকে আমি ছিড়ে টুকরা টুকরা করব।"

মোল্লা ধীরে ধীরে হাত নামিয়ে নিল। শান্ত গলায় বলল, "চাঁদনী! শেষ পর্যন্ত বের হয়েছিস তাহলে! মনে আছে আমাকে?"

চাঁদনী থক করে এক দলা থুতু ফেলল মোল্লাকে লক্ষ্য করে। মোল্লা সরে যাবার চেষ্টা করল কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। তার মুখের এক পাশে থুতুতে ভরে গেল। একটা রুমাল বের করে মুখ মুছল সে। চাঁদনী ফোঁস ফোঁস করতে করতে বলল, "তুই একটা হারামী! তোর খোঁজেই এতো দূর এসেছি আমি।"

মোল্লা রুমালটা পকেটে গুজে রাখল। "জমিনকে চাস?"

চাঁদনী এক মুহূর্ত চুপ করে থাকল। "তুই ওকে বন্দী করে রেখেছিস। আমি জানি। তোর জন্য আমার জীবনটা নষ্ট হয়েছে। তোকে আমি ছাড়ব না।"

মোল্লা ঠান্ডা গলায় বলল, "তোর জন্য জুলেখার জীবন নষ্ট হয়েছে। তুই ওকে সংসার করতে দিস নি, ওর বাবা-মাকে মেরেছিস। ওর জীবনটা তুই ছার খার করেছিস।"

চাঁদনী তীব্র কণ্ঠে বলল, "জুলেখা আর আমি এখন এক স্বত্বা। আমার জীবন এখন ওর জীবন। ওর বাবা-মাকে মেরেছি, বেশ করেছি। ঐ শয়তানগুলো তোর হাতে আমার জমিনকে তুলে দিয়েছে। তোকে আমি খুঁজে বের করতামই। আমার জমিনকে তুই ছেড়ে দে।"

মোল্লা কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ থেকে শান্ত গলায় বলল, "তোর জমিনকে আমি ছেড়ে দেব। কিন্তু একটা শর্তে। তুই চিরকালের জন্য জুলেখাকে ছেড়ে চলে যাবি।"

চাঁদনী এক মুহূর্ত ভাবল। কর্কশ গলায় বলল, "তোকে আমি বিশ্বাস করি না। জুলেখার শরীর ছাড়লেই তুই আমাকে বন্দী করবি। ঠিক যেভাবে জমিনকে নিয়েছিলি। তোর গোলামী আমি করব না।"

মোল্লা ঠান্ডা গলায় বলল, "তুই যদি সত্যিই জমিনকে আবার দেখতে চাস ,তাহলে যা বলছি কর। জুলেখাকে ছেড়ে দে। আমি জমিনকে ছেড়ে দেব। তোরা সুখে শান্তিতে সংসার কর।

আমি বাধা দেব না।"
চাঁদনী গলা চড়িয়ে বলল, "আগে জমিনকে ছাড়। তারপর আমি যাবো। তোর কথা আমি বিশ্বাস করি না।"
"জমিনকে যদি ছেড়ে দেই, তাহলে তোরা দু'জন জুলেখার উপর ভর করবি। তোদের দু'জনার বিরুদ্ধে আমি একা পারব না। জুলেখাকে আগে ছাড়। তারপর জমিনকে পাবি। আমার কথা যদি না মানিস, তাহলে কিভাবে মানাতে হয় আমি জানি।"
চাঁদনী ভীষণ জোরে চীৎকার করে উঠল, " খবর্দার গায়ে হাত দিবি না। তোদের সব কটাকে আমি শেষ করে দেব। আমাকে বেঁধে রাখতে পারবি তুই? চাঁদনীকে তুই চিনিস না? আগেরবার তাড়াতে পেরেছিলি? এবারও পারবি না। তোর কাছ থেকে আমি আমার জমিনকে ছিনিয়ে নেব। কোথায় পালাবি তুই?"
মোল্লা ভীষণ জোরে ধমকে উঠল, "চুপ শয়তানী! বের হ! এক্ষুনী বের হ! যদি নিজ ইচ্ছায় না বের হস, তোকে আমি জোর করে বের করব। দাঁড়া তুই!"
নিজের থলিটা মেঝে থেকে হাতে তুলে নিল মোল্লা। একটা চিকন বেত বের করল। জিনিয়া এতক্ষন বুক চেপে ধরে কোনরকমে দাঁড়িয়ে ছিল। বেত বের করতে দেখে সে ফিসফিসিয়ে বলল, "লোকটা জুলেখাকে ঐটা দিয়ে মারবে?"
রহমত বলল, "জুলেখাকে নয়। চাঁদনীকে। জুলেখা কিচ্ছু টের পাবে না।"
জিনিয়া ভীত গলায় বলল, "চাঁদনী যদি সত্যিও হয়, শরীরটা তো জুলেখার!"
রহমত মৃদু কণ্ঠে তাকে আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করল, "ভাবিস না। জুলেখা এখন ঐ শরীরের গভীরে কোথাও লুকিয়ে আছে। চাঁদনী এখন ওর প্রধান অস্তিত্ব। ধৈর্য ধর। সব ঠিক ঠাক মত হয়ে যাবে।"
বেত দেখেই চাঁদনী চীৎকার করে উঠল, "খবর্দার, মারবি না। খবর্দার! কেটে টুকরা টুকরা করব তোকে আমি। এই দড়ি দিয়ে আমাকে তুই ঠেকাতে পারবি না। শুয়োর!"
মোল্লা বেত তুলে জুলেখার পায়ের তলায় চটাস করে একটা আঘাত করে। সমস্ত শরীর কেঁপে ওঠে জুলেখার। ব্যাথায় গুঙিয়ে ওঠে চাঁদনী। আবার আঘাত করে মোল্লা। "যাবি কিনা বল?"
চাঁদনী পাগলের মত চীৎকার করছে, "জমিনকে ছাড় আগে। তাহলে যাবো। জমিনকে ছাড়।"